সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

5 January 2017

আল্লাহ্ওয়ালাদের ক্ষমতা

(BANGLA)

আল্লাহ্ওয়ালাদের ক্ষমতা

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষন মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আমীরুল মুমিনিন, হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: اِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتّٰى تُصَلِّيَ عَلٰى نَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ “ অর্থাৎ- দোয়া আসমান ও জমিনের মধ্যখানে ঝুলন্ত থাকে আর তা থেকে কোন বস্তু উপরের দিকে যায় না, যতক্ষণ তোমরা তোমাদের **নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে না নাও।” (তিরমীযি, কিতাবুল বিতর, ২/২৮, হাদীস নং ৪৮৬)

মেরী যবান তর রহে যিকর ও দরূদ সে বে জা হাসোঁ কভী না করোঁ গুফতগু ফুযুল

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃষ্ঠা ২৪৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভাল ভাল নিয়্যত করে নিই। ফরমানে **মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হচ্ছে: “نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ” মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং-৫৯৪২)

দুটি মাদানী ফুলঃ

(১) ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম আমলের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভাল নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

www.dawateislami.net

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষন সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারন করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ,اُذْكُرُوا اللّٰه! ,تُوْبُوْا اِلَى اللّٰه! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর স্বয়ং আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মাটি সোনায় পরিণত হলো

একবার এক মহিলা বাবা ফরিদুদ্দিন মাসউদ গাঞ্জে শকর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলো: জনাব! আমার তিনজন যুবতী কন্যা রয়েছে, যাদের বিয়ে দিতে হবে, আপনি আমাকে সাহায্য করুন। তিনি (বাবা ফরিদুদ্দিন) رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খাদেমকে বললেন: যা কিছু দরবারে রয়েছে তা এই মহিলাকে দিয়ে দাও। খাদেম আরয করলো: হুযুর! আজকে কিছুই অবশিষ্ট নাই। এই কথা শুনে সেই মহিলা কান্না করতে লাগলো যে, আমি খুবই অসহায় এবং অনেক আশা নিয়ে এসেছি। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: যাও বাইরে থেকে মাটির একটি ঢিলা নিয়ে আসো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উচ্চ আওয়াজে সূরা ইখলাছ পাঠ করে তাতে ফুঁক দিতেই সেই মাটির ঢিলা সোনায় পরিনত হয়ে গেলো। এটা দেখে সবাই খুবই আশ্চার্য্য হলো, মহিলাটি সেই স্বর্ণ ঘরে নিয়ে গেলো এবং গিয়ে সেও পাক পবিত্র হয়ে সূরা ইখলাছ পাঠ করে মাটির ঢিলাতে ফুঁক দিতে রইলো কিন্তু সেটা সোনায় পরিনত হলো না, এভাবে তিনদিন পর্যন্ত এই আমলই করতে রইলো কিন্তু সবই বিফল হলো। অবশেষে বাবা ফরিদুদ্দীন মাসউদ গাঞ্জে শকর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দরবারে এসে বলতে লাগলো: হুযুর! আমিও সূরা ইখলাছ পাঠ করেছি, কিন্ত মাটিতো আর স্বর্ণে পরিনত হলো না।

www.dawateislami.net

তিনি (বাবা ফরিদুদ্দিন) رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: তুমি আমলতো ঠিকই করেছো কিন্তু তোমার মুখে ফরিদের জিহ্বাতো ছিলো না। (আল্লাহ্ কি সফির, ২৯৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে জানতে পারলাম যে, **আল্লাহ্ তাআলার** নেক বান্দারা বিপদগ্রস্থ, অভাবী ও নিঃস্বদের সাহায্য করে তাদের অভাব পুরন করেন, যদি কোন অভাবগ্রস্থকে দেয়ার জন্য কিছু না-ও থাকে তবু এই মহান ব্যক্তিরা কাউকেও খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না এবং নিজের বিশেষ ক্ষমতাকে ব্যবহার করে মাটিকে সোনায় রূপান্তরিত করে অভাবীদের চাহিদা পূরণ করে দেন, আরো জানতে পারলাম যে, **আল্লাহ্ওয়ালাদের** ভাষায় আলাদা এক প্রভাব বিস্তার করে।

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই বিষয়টি একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝাতে গিয়ে বলেন: "বুলেট" **(Bullet)** দ্বারা বাঘকেও মারা যায় যদি উন্নত মানের বন্দুক দিয়ে ভালভাবে ফায়ার **(FIRE)** করা হয়। অনুরূপভাবে বুঝে নিন, ওযীফা ও দোয়া সমূহ বুলেটের ন্যায় আর পাঠকারীর মুখ বন্দুকের ন্যায়। দোয়াতো তাই, কিন্তু আমাদের মুখ সাহাবা عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ও আউলিয়া رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى এর মত নয়। যে মুখে প্রতিদিন মিথ্যা, গীবত, চুগলখোরী, গালি-গালাজ, অন্যের মনে কষ্ট দেয়া ও দূর্ব্যবহার অব্যাহত আছে, তাতে ঐ প্রভাব কোত্থেকে আসবে? আমরা দোয়াতো করি। কিন্তু যখন সমস্যা আসে তখন বুযুর্গানে দ্বীনের নিকট গিয়েই দোয়ার আবেদন করে থাকি, কেন? এ জন্য যে, প্রত্যেকের মনের মধ্যে এ ধারণা গেঁথে আছে, পবিত্র মুখ থেকে বের হওয়া দোয়া অধিক ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। (ফয়যানে بِسْمِ الله, ১২৮ পৃষ্ঠা) একারণেই আমাদের উচিৎ, বুযুর্গানে দ্বীনদের চরিত্রের উপর আমল করে তাঁদের ন্যায় নেক আমল করার চেষ্টা করা, কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য চোখের কুফলে মদীনা লাগান এবং মুখকে অহেতুক ও অযথা কথাবার্তা, মিথ্যা, গীবত, চুগলী এবং অন্যান্য বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্যে মুখের কুফলে মদীনা লাগান। এর অভ্যাস গড়তে এবং এতে স্থায়িত্ব পাওয়ার জন্যে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী কাফেলায় সফর করাকে অভ্যাসে পরিনত করুন আর মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে মাদানী মাসের প্রথম তারিখেই নিজের যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস করুন। اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ দুনিয়া ও আখিরাতের অসংখ্য মঙ্গল অর্জিত হবে।

www.dawateislami.net

নিয়্যত প্রকাশার্থে উচ্চ স্বরে বলুন, আজ থেকে নিজের চোখকে হারাম থেকে বাঁচাবো, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ... মিথ্যা, গীবত, চুগলী এবং অহেতুক কথা থেকে মুখকে হিফাযত করবো, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ... নিজের সংশোধনের জন্যে মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করবো, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ... সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টায় মাদানী কাফেলায় সফরও করবো, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ... **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরকে আমাদের নিয়্যতের উপর অটল রেখে আমল করার তৌফিক দান করুক। اٰمِيْن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আমল কা হো জযবা আতা ইয়া ইলাহী গুনাহোঁ সে মুঝ কো বাঁচা ইয়া ইলাহী
মে নিচি নিগাহে রাখোঁ কাশ! আকসর আতা কর দে শরম ও হায়া ইয়া ইলাহী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলার বিনা অনুমতিতে কেউ একটি কণাও দান করতে পারে না, **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রিয় বান্দারা **তাঁরই** অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রদানকৃত ক্ষমতায় বন্টন করে থাকেন, যদি কোন অভাবী তাঁদের দরবারে হাত প্রসারিত করে তবে তাদের চাহিদা পূরণ করা হয়, বিপদগ্রস্থদের বিপদ দূর করা হয়, অসুস্থদের সুস্থতা দান করা হয়, শুধু তাই নয় বরং আউলিয়ায়ে কিরামগণরা رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى তো **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রদানকৃত ক্ষমতায় মৃতকেও জীবিত করে দেন। যেমনিভাবে-

হাতী জীবিত হয়ে গেলো

একবার হযরত সায়্যিদি আহমদ জাম জিন্দা পীল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কোথাও যাচ্ছিলেন, রাস্তায় এক স্থানে লোকের জমায়েত দৃষ্টি গোছর হলো, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সেই জমায়েতের দিকে গেলেন। বললেন: কি হয়েছে? লোকেরা আরয করলো: হাতী মারা গেছে। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: এর শুঁড় তেমনি আছে, চোখও তেমনি আছে, হাতও তেমনি আছে, পাও তেমনি আছে। মোটকথা সব কিছুকেই বললেন যে, তেমনিই আছে তবে মরলো কিভাবে? তাঁর এরূপ বলার সাথে সাথেই হাতী জীবিত হয়ে গেলো, সেই দিন থেকে তাঁর উপাধী "জিন্দা পীল" (অর্থাৎ হাতী জীবিত কারী) হয়ে গেলো। **(মলফুযাতে আলা হযরত, ৪৪৯ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

কোন বান্দা কি মৃতকে জীবিত করতে পারে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে জীবন এবং মৃত্যু **আল্লাহ্ তাআলা**র ইচ্ছাধীন, কিন্তু **আল্লাহ্ তাআলা** নিজের কোন বান্দাকে মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা দান করা **তাঁর** জন্য এমন কোন কঠিন কাজ নয় এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র দানক্রমে কাউকে আমরা মৃতকে জীবিতকারী হিসেবে স্বীকার করে তবে এতে আমাদের ঈমানের উপর কোন প্রভাব পড়বে না, অবশ্য যদি কেউ এই আকীদা পোষণ করে যে, **আল্লাহ্ তাআলা** কোন নবী বা ওলীকে রোগ থেকে শিফা, মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতাই দেয়নি, তবে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি রাখা কুরআনে পাকের আয়াতে মোবারাকার সম্পূর্ণ বিপরীত। যেমনটি পারা ৩ সূরা আলে ইমরানের ৪৯ নং আয়াতে হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর বাণী প্রকাশ্যভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে:

اَنِّیْۤ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّیْنِ كَهَیْـٴَـةِ الطَّیْرِ فَاَنْفُخُ فِیْهِ فَیَكُوْنُ طَیْرًۢا بِاِذْنِ اللّٰهِۚ وَ اُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَ الْاَبْرَصَ وَ اُحْیِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِۚ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা পাখি সদৃশ আকৃতি গঠন করে থাকি, অতঃপর সেটার মধ্যে ফুৎকার করি। তখন সেটা তৎক্ষণাৎ পাখি হয়ে যায় **আল্লাহ**র নির্দেশে এবং আমি নিরাময় করি জন্মান্ধ ও সাদা দাগসম্পন্ন (কুষ্ঠ রোগী)-কে আর আমি মৃতকে জীবিত করি **আল্লাহ**র নির্দেশে;

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ্ عَلَيْهِ السَّلَام স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছেন যে, আমি **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রদানকৃত ক্ষমতার মাধ্যমে মাটি দ্বারা পাখি বানিয়ে তাতে রূহ ফুৎকার করি, জন্মান্ধকে দৃষ্টি শক্তি এবং কুষ্ঠ রোগীদের আরোগ্য দান করি, এমনকি মৃতদেরও জীবিত করি। আম্বিয়ায়ে কিরামের ফয়যানে আউলিয়ায়ে এজামদেরও ক্ষমতা দেয়া হয় এবং তারা এরূপ কাজ করে থাকেন যে, যা দেখে জ্ঞান শক্তি লোপ পেয়ে যায়। যেমনটি-

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُوَالسَّلَام এর উযির হযরত আসিফ বিন বরখিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ **আল্লাহ্ তাআলার** প্রদানকৃত ক্ষমতা ব্যবহার করে চোখের পলকের পূর্বেই ইয়ামেন রাজ্য থেকে বিলকিসের আসনকে হযরত সুলাইমান عَلَیْہِ السَّلَام এর দরবারে পেশ করে দেন, যা কুরআনে পাকে এই শব্দগুচ্ছ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে; পারা ১৯ সূরা নামলের ৪০ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

اَنَا اٰتِیْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ یَّرْتَدَّ اِلَیْكَ طَرْفُكَ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: 'আমি সেটা হুযূরের সম্মুখে হাযির করবো চোখের একটা পলক মারার পূর্বেই'।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা! একজন **আল্লাহ্**র ওলী **আল্লাহ্ তাআলার** প্রদানকৃত ক্ষমতাবলে ৮০ গজ লম্বা এবং ৮০ গজ চওড়া মণি-মুক্তা দ্বারা সজ্জিত সিংহাসন খুবই অল্প সময়ে ইয়েমেন দেশ হতে হযরত সুলাইমান عَلَیْہِ السَّلَام এর দরবারে পেশ করে দেন। সদরুশ শরীয়া মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: আউলিয়ায়ে কিরামদের رَحِمَہُمُ اللّٰہُ تَعَالٰی **আল্লাহ্ তাআলা** অনেক বড় ক্ষমতা দান কারেছেন, এর মধ্যে যারা (আউলিয়া কিরামদের একটি প্রকার) আসহাবে খিদমত রয়েছেন, তাদের বন্টন করার ক্ষমতা দেয়া হয়, সাদা কালোর জন্য মনোনীত করে দেয়া হয়, এই ব্যক্তিরা **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সত্যিকার প্রতিনিধি। তাঁদের ক্ষমতা ও বন্টনের অধিকার **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতিনিধিত্ব স্বরূপ অর্পিত হয়, অদৃশ্যের জ্ঞান তাঁদের উপর প্রকাশিত হয়। (বাহারে শরীয়াত, ১/২৬৭) **আল্লাহ্ তাআলার** প্রিয় বান্দাদের উপর **তাঁর** বিশেষ দয়া হয়, তাঁদের কাজে **আল্লাহ্ তাআলার** পক্ষ থেকে সাহায্য অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়।

আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَہُمُ اللّٰہُ تَعَالٰی বন্টন ও ক্ষমতা সম্পর্কে হাদীসে পাক শ্রবণ করুন; **সায়্যিদিল মুবাল্লিগিন, রাহমাতুল্লিল আলামিন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মহত্বপূর্ণ ইরশাদ হচ্ছে: **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: আমার কোন বান্দা আমার ফরযকৃত আহকামের বাস্তবায়ন করার চেয়ে বেশি প্রিয় বস্তু দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করে না এবং আমার বান্দা নফলের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে, এমনকি আমি তাকে ভালবাসতে শুরু করি, যখন আমি তাকে ভালবাসতে শুরু করি

www.dawateislami.net

তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দ্বারা সে শ্রবণ করে, তার চোখ হয়ে যাই, যা দ্বারা সে দেখে থাকে, তার হাত হয়ে যাই, যা দ্বারা সে ধরে এবং তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে চলাফেরা করে, যদি সে আমার নিকট চায় তবে আমি তাকে অবশ্যই দান করবো এবং যদি কোন জিনিস থেকে আমার নিকট আশ্রয় চায় তবে আমি তাকে অবশ্যই আশ্রয় দান করি। (বুখারী, কিতাবুর রিকাক, বাবুত তাওয়াযেয়ে, ৪/২৪৮, হাদীস নং-৬৫০২)

প্রসিদ্ধ মুফাস্সির, হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: এই ইবারত দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, **আল্লাহ্ তাআলা** ওলীর মাঝে মিশে যান, যেমনটি কয়লার মাঝে আগুন বা ফুলের মাঝে রং ও গন্ধ, **আল্লাহ্ তাআলা** মিশে যাওয়া থেকে পবিত্র এবং এইরূপ আকীদা পোষণ করা কুফর (বরং এই হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে) সেই বান্দা ফানা ফিল্লাহ্ হয়ে যায়, যার কারণে খোদায়ী শক্তি তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কাজ করতে থাকে এবং সে সেই সব কাজ করে যা অপ্রাকৃতিক (যেমন) হযরত সুলায়মান عَلَيْهِ السَّلَام তিন মাইল দূর থেকে পিপঁড়ার আওয়াজ শুনে নিলেন, হযরত আসিফ বিন বরখিয়া رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ চোখের পলক ফেলার পূর্বেই ইয়ামেন থেকে বিলকিসের সিংহাসন সিরিয়ায় হাজির করলেন। হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ মদীনা মুনাওয়ারায় খুতবা পাঠকালে নাহাওন্দ পর্যন্ত নিজের আওয়াজ পৌঁছিয়ে দিলেন। **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিয়ামত পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনাবলী নিজের চোখে দেখে নিলেন। এগুলো সব এই ক্ষমতারই কারিশমা। (মিরাতুল মানাযিহ, ৩/৩০৮)

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে আউলিয়াদের প্রতি বাআদব রাখুন এবং বেআদবী থেকে রক্ষা করুক। কেননা,

আউলিয়া কা জু কোয়ী হো বে আদব,
নাযিল উস পে হোতা হে কহর ও গযব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ্র ওলী কাকে বলে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আউলিয়ায়ে কিরামের ক্ষমতা ও বিন্যাস সম্পর্কে আরো ঘটনাবলী শ্রবণ করার পূর্বে এটাও শুনে নিই যে, ওলী কাকে বলা হয়?

www.dawateislami.net

আল্লাহ্র ওলী সেই যে ফরয সমূহ আদায় করার মাধ্যমে **আল্লাহ্ তাআলা**র নৈকট্য অর্জন করে এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র আনুগত্যে লিপ্ত থাকে আর তার অন্তর **আল্লাহ্ তাআলা**র মহত্বের নূরে মারিফাতে ডুবে থাকে, যখন দেখে কুদরতে ইলাহীর দলীলাদি দেখে এবং যখন শুনে **আল্লাহ্ তাআলা**র আয়াতই শুনে আর যখন বলে তখন আপন **রবে**র সানা (প্রশংসা) সহকারে বলে এবং যখন নড়াছড়া করে **আল্লাহ্ তাআলা**র আনুগত্য করে আর যখন চেষ্টা করে তখন সেই কাজের চেষ্টা করে যাতে **আল্লাহ্ তাআলা**র নৈকট্য লাভের মাধ্যম হয়, **আল্লাহ্ তাআলা**র যিকির থেকে কখনো উদাসীন হয় না এবং অন্তর চক্ষু দ্বারা খোদা ছাড়া আর কাউকে দেখে না। এটাই আউলিয়াদের গুণ, বান্দা যখন এই অবস্থায় পৌঁছে তখন **আল্লাহ্ তাআলা** তার ওলী ও সাহায্যকারী হয়ে যায়। **(সীরাতুল জিনান, ৪/৩৪৪)**

কারামতের সংজ্ঞা

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ **বাহারে শরীয়াতে** কারামতের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: ওলী থেকে যে সকল অভ্যাস পরিপন্থি (স্বভাব বিরুদ্ধ) বিষয় প্রকাশ হয়, তাকে কারামত বলে। **(বাহারে শরীয়াত, ১ম অংশ, ১/৫৮)** শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা মাওলানা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: মুত্তাকী মু'মিন থেকে যদি এমন কোন অসাধারণ এবং আশ্চার্যজনক কিছু প্রকাশ হয়ে যায়, যা সাধারণ ভাবে হয় না, তাকে কারামত বলে। এইরূপ জিনিস যদি আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام নবুয়ত প্রকাশের পূর্বে এমন বিষয় প্রকাশিত হলে এটাকে **"ইরহায"** বলে, নবুয়ত প্রকাশের পর সংগঠিত হলে সেটাকে **"মু'যিজা"** বলে, যদি সাধারণ মু'মিন থেকে এরূপ সংগঠিত হয় তবে সেটাকে **"মাউনাত"** বলে, আর কোন **আল্লাহ্ তাআলা**র ওলীর দ্বারা সংগঠিত হলে সেটাকে **"কারামত"** বলে। এছাড়া কোন কাফির বা ফাসিক থেকে এরূপ স্বভাববিরুদ্ধ কিছু সংগঠিত হলে সেটাকে "ইসতিদরাজ" বলে। **(কারামাতে সাহাবা, পৃষ্ঠা ৩৬)** স্বভাব বিরুদ্ধ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যা সাধারণ ভাবে কোন মানুষের দ্বারা সংগঠিত হয় না, যেমন বাতাসে উড়া, পানির উপর হাঁটা ইত্যাদি কাজ যে সাধারণ ভাবে মানুষ আকাশে উড়তেও পারে না আর পানিতে হাঁটতেও পারে না। **(ফয়যানে মাযারাতে আউলিয়া, ৪৬ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

পানির উপর ক্ষমতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে আউলিয়ায়ে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی **আল্লাহ্ তাআলা** বাতাসে উড়ার ক্ষমতা দান করেছেন, যাতে পাখা ছাড়াই সহজেই বাতাসে উড়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পৌঁছতে পারে এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র অনেক নেক বান্দা এমনও রয়েছে যারা সমুদ্র এবং নদীকেও তাঁদের আয়ত্বে নিয়ে নেয় আর পানিতে নির্ভয়ে এমনভাবে চলাচল করে যেমন শুকনোতে চলাচল করে।

নৌকা ছাড়াই নদী পার হয়ে গেলো

বর্ণিত আছে; পারস্যের যুদ্ধে হযরত সাআদ বিন আবি ওয়াকাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ইসলামী সৈন্য বাহিনীর সিপাহসালার ছিলেন। পথিমধ্যে দজলা নদী অতিক্রম করার প্রয়োজন হলো এবং নৌকা ছিলো না। তিনি সৈন্য বাহিনীকে নদীতে হাঁটার আদেশ দিলেন আর নিজে সবার আগে আগে এই দোয়া পাঠ করতে করতে নদীর উপর হাঁটা শুরু করলেন "نَسْتَعِیْنُ بِاللهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَیْهِ وَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِیْلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ" লোকেরা পরস্পর নির্দিধায় কথা বলতে বলতে অশ্বারোহীরা ঘোড়ার উপর, উষ্ট্রারোহীরা উটের উপর আর পদাতিক বাহিনী পায়ে হেঁটে নিজ নিজ মালামাল সহ নদীর উপর এমন ভাবে হাঁটতে লাগলো যেন কোন ময়দানে কাফেলা অতিক্রম করে। **(দালায়িলুন নবুয়া লি ইবনে নাইম, ২য় অংশ, পৃষ্ঠা ৩৪১-৩৪২, নম্বর-৫২২)**

আসমানেও আধিপত্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, **আল্লাহ্ তাআলা**র নেক বান্দাগণ তাঁর (**আল্লাহ্**র) দানকৃত ক্ষমতাবলে পানি ও বাতাসের উপর চলাচল করতে পারেন এবং এই ব্যক্তিরা এমন মর্যাদাবান হয়ে থাকে যে, তাঁদের দোয়া ফিরিয়ে দেয়া হয় না, কঠিন দূর্ভিক্ষের সময়ও যখন **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে হাত উঠিয়ে বৃষ্টির জন্য দোয়া করে দেন তখন **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁদের দোয়ার বরকতে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষন করে পিপাসার্থদের পিপাসা নিবারণ এবং ক্ষেত খামারকে সবুজে সবুজে ভরে দেন। যেমনটি-

www.dawateislami.net

রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ

বর্ণিত আছে; একবার সেহুন শরীফ (বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশ, পাকিস্তান) এবং এর আশপাশের এলাকায় খুবই দূর্ভিক্ষ দেখা দিলো, এমন খাবারের কোন জিনিস দুর দুর পর্যন্ত দেখা যেত না, নদী শুকিয়ে গেলো, কূপ শুকিয়ে গেলো, পানি পাওয়াটা কঠিন হয়ে গেলো। দূর্ভিক্ষের কারণে এমন ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি হলো যে, জীবিত থাকার আশাই দেখা যাচ্ছিলো না। অবশেষে এলাকাবাসীরা একত্র হয়ে হযরত লাআল শাহবায কালান্দর সৈয়দ মুহাম্মদ ওসমান মারওয়ান্দি কাযেমী কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ফরিয়াদ করতে লাগলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাদের اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفْ এবং نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرْ (নেকীর দাওয়াত এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ) এর ফরয আদায় কল্পে বললেন: তোমরা সবাই **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে গুনাহ থেকে সত্যিকার তাওবা করো এবং আমার সাথে দোয়া করো। লোকেরা সাথে সাথে **আল্লাহ্ তাআলা**র মহান দরবারে নিজেদের গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থণা করলো এবং তাওবা ও ইসতিগফার করতে লাগলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে দোয়ার জন্য হাত প্রসারিত করে দিলেন এবং বৃষ্টি ও সমৃদ্ধির জন্য দোয়া করলেন। বলা হয় যে, তখনো হযরত লাআল শাহবায কালান্দর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দোয়া শেষ করে নিজের হুজরা শরীফেও প্রবেশ করেননি, ওদিকে **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁর দোয়াকে কবুলিয়তের মর্যাদা দান করলেন এবং রহমতের ফোঁটা বর্ষণ হতে লাগলো। **আল্লাহ্ তাআলা**র দয়া ও অনুগ্রহে এবং হযরত সায়্যিদুনা লাআল শাহবায কালান্দর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দোয়া কবুলিয়তের খুশিতে লোকেরা খাবার রান্না করে গরীব ও মিসকিনদের মাঝে বন্টন করলেন। হযরত সায়্যিদুনা লাআল শাহবায কালান্দর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ইশার নামায আদায়ের পর ইজতিমায়ে যিকির ও নাতের আয়োজন করলেন এবং লোকেরা মিলে **আল্লাহ্ তাআলা**র যিকির করলো এবং **রহমতে আলম, হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র স্বত্তার প্রতি প্রবল আগ্রহ ও ভক্তি সহকারে দরূদ ও সালাম নিবেদন করলো। (শানে কালান্দর, ৩১১ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ্ তাআলা**র রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে জানতে পারলাম যে, যখনি কোন বিপদ আসে তখন **আল্লাহ্ তাআলা**র নেক বান্দাদের দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁদের মাধ্যমে দোয়া করানো উচিৎ কেননা **আল্লাহ্ তাআলা**র নেক বান্দার দোয়া সাথে সাথে **আল্লাহ্ তাআলা**র মহান দরবারে কবুলিয়তের মর্যাদা পায়। তাছাড়া এটাও জানা গেলো, **আল্লাহ্ তাআলা**র রহমত অর্জনে জায়িয পদ্ধতীতে খুশি উদযাপন করা উচিৎ, তাইতো হযরত সায়্যিদুনা লাআল শাহবায কালান্দর ওসমান মারওয়ান্দি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ইজতিমায়ে যিকির ও নাতের আয়োজন করে **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন এবং কেনই বা হবে না যে, এই **আল্লাহ্ওয়ালা**দের তো সারা জীবনই কুরআন ও সুন্নাতের শিক্ষার বাস্তবিক নমুনা স্বরূপ। কিন্তু আফসোস! শত কোটি আফসোস!! আমাদের অধিকাংশই এইসব নেক ব্যক্তিদের পদ্ধতীতে চলার পরিবর্তে খুশির সময়ে আপন রব তাআলার নাফরমানি করতে দেখা যায়, অশ্লিলতার বাজার গরম করতে দেখা যায়, যাতে একে অপরের হক সমূহ নষ্ট করা হয়, কিছু কিছু মূর্খ লোক খুশির এই মুহুর্তে مَعَاذَاللهعَزَّوَجَلَّ গান বাজনার আসর বসায়, যাতে পুরো পুরো রাত পুরুষ এবং বেপর্দা মহিলারা নাচ গান করে আর এমন মিশ্রিত পরিবেশে লোকেরা কুদৃষ্টির মাধ্যমে নিজের চোখকে হারাম দ্বারা পূর্ণ করে। মনে রাখবেন! বিয়ে শাদী এবং খুশির বিভিন্ন মুহুর্ত **আল্লাহ্ তাআলা** প্রদত্ত মহান নিয়ামত, আমাদের এই মুহুর্ত গুলো সঠিক পদ্ধতীতে অতিবাহিত করার উপায় জানতে হবে, **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রদত্ত এই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য সর্ব প্রথম এই আনন্দঘন মুহুর্তে রব তাআলার অবাধ্যতা থেকে বাঁচার চেষ্টা করা উচিৎ।

হযরত সায়্যিদুনা যিয়াদ বিন ওবাইদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত: নিয়ামত অর্জনকারীর উপর **আল্লাহ্ তাআলা**র একটি হক এটাও যে, সে যেন এই নিয়ামত দ্বারা নাফরমানী না করে। **(তারিখে মদীনা দামেশক লি ইবনে আসাকির, যিয়াদ বিন ওবাইদ, ১৯/১৯১)** **আল্লাহ্ তাআলা**র নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করার কিছু জায়িয পদ্ধতী হলো, মুখে **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রশংসা করা, কুরআনে পাকের তিলাওয়াত করা এবং ইজতিমায়ে যিকির ও নাতের আয়োজন করা, বেশি পরিমানে সদকা ও খয়রাত করা, ভাল ভাল নিয়্যত করে নেক আমলে বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা, নিয়ামত অর্জনের খুশিতে সিজদায়ে শোকর আদায় করা।

www.dawateislami.net

কেননা, আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যখন কোন আনন্দ অর্জিত হতো তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সিজদায়ে শোকর আদায় করতেন।

(ইবনে মাজাহ, ২/১৬৩, হাদীস নং-১৩৯৪)

আসুন! এপ্রসঙ্গে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রচিত **"নামাযের আহকাম"** এর ১৯৭ পৃষ্ঠা হতে সিজদায়ে শোকর আদায় করার মুহূর্ত এবং পদ্ধতী শ্রবণ করি, তিনি বলেন: সন্তান ভূমিষ্ট হলে বা ধন-সম্পদ অর্জিত হলে কিংবা হারানো বস্তু ফিরে পাওয়া গেলে অথবা রোগী সুস্থতা লাভ করলে বা মুসাফির বাড়ী ফিরে আসলে, মোটকথা এ ধরণের সকল নিয়ামত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সিজদা করা মুস্তাহাব। এর পদ্ধতি ওটাই যা তিলাওয়াতে সিজদার মধ্যে রয়েছে। **(আলমগিরী, ১/১৩৬। রুদ্দুল মুখতার, ২/৭২০)** এভাবে যখনই কোন সুসংবাদ বা নিয়ামত অর্জিত হয়, তখন সিজদায়ে শোকর করা সাওয়াবের কাজ। যেমন- মদীনা মুনাওয়ারার ভিসা পাওয়া গেলে ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাতে সফল হলে অর্থাৎ যাকে ইনফিরাদী কৌশিশ করলেন সে সুন্নাতের প্রশিক্ষণের জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলাতে সফরের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলে, কোন সুন্নী আমলদার আলিমের সাক্ষাৎ হয়ে গেলে, বরকতময় স্বপ্ন দেখলে, ইলমে দ্বীন অর্জনকারী ছাত্র পরীক্ষাতে সফলকাম হলে, বিপদ দূর হয়ে গেলে বা কোন ইসলামের শত্রুর মৃত্যু হলে ইত্যাদি। (এই সকল ক্ষেত্রে সিজদায়ে শোকর করা মুস্তাহাব)

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে শরীয়াতের গন্ডির ভেতর থেকে খুশি উদযাপণ করার তৌফিক নসীব করুক। اٰمِيْن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

গুনাহোঁ সে মুঝকো বাঁচা ইয়া ইলাহী! বুড়ি আ'দতেঁ ভি ছুড়া ইয়া ইলাহী!
খাতাওঁ কো মেরী মিটা ইয়া ইলাহী! মুঝে নেক খাছলত বানা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইমাম রাযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এবং শয়তান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সেই সব বুযুর্গদের চরিত্রের উপর আমল করে জীবন অতিবাহিত করা না শুধু দুনিয়া ও আখিরাতে অসংখ্য মঙ্গল অর্জনের উপায় বরং সেই নেক ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক আমাদের শেষ মুহূর্তেও কাজে আসবে।

www.dawateislami.net

যেমনিভাবে- শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"ওয়াসওয়াসে অউর উন কা ইলাজ"** এর ১১নং পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করেন যে, (হযরত সায়্যিদুনা) ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে আসলো, তখন তাঁর নিকট শয়তান উপস্থিত হলো। কেননা, শয়তান তখন আপ্রান চেষ্টা করে যে, যেকোন ভাবে এই বান্দার ঈমান নষ্ট হয়ে যাক (অর্থাৎ ছিনিয়ে নেয়া হোক) যদি সেই সময় ঈমান নষ্ট হয়ে যায় তবে তার আর কখনো ফিরে আসবে না। শয়তান তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো: তুমি সারা জীবন মুনাযারা ও বাহাস করে কাটিয়েছো, খোদাকেও চিনে নিয়েছো? তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: নিশ্চয় **আল্লাহ্** এক। শয়তান বললো: এর প্রমাণ কি? তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ একটি যুক্তি পেশ করলেন। অভিশপ্ত শয়তান মুয়াল্লিমুল মালাকুত (অর্থাৎ ফিরিশতাদের শিক্ষক) ছিলো। সে সেই যুক্তিকে খন্ডন করলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দ্বিতীয় যুক্তি উপস্থাপন করলেন। সেই অভিশপ্ত শয়তান তাও খন্ডন করলো। এমনকি হযরত ইমাম রাযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ৩৬০টি যুক্তি উপস্থাপন করলেন, কিন্তু সেই অভিশপ্ত তার ভ্রান্ত ধারনা দিয়ে সব খন্ডন করলো। এবার ইমাম রাযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খুবই চিন্তিত এবং হতাশায় লিপ্ত হয়ে গেলেন। তাঁর পীর হযরত শায়খ নাজমুদ্দিন কুবরা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অনেক দূরে কোন এক জায়গায় অযু করছিলেন। সেখান থকে পীর সাহেব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ইমাম রাযীকে رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উচ্চ স্বরে বললেন: কেন বলে দিচ্ছোনা যে, আমি **আল্লাহ্ তাআলা**কে বিনা যুক্তিতে এক মানি। (মলফুযাত, ৪র্থ অংশ, ৪৯৩ পৃষ্ঠা)

বওয়াক্তে নাযআ আক্বা হো না জাওঁ মে কাহি বরবাদ,
মেরা ঈমান রাখ লেনা সালামত ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩২৮ পৃষ্ঠা)

কামিল মুর্শিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা দ্বারা জানতে পারলাম যে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁর নেক বান্দাদের এরূপ ক্ষমতা দান করেছেন যে, তাঁরা কয়েক মাইল দূর থেকেও অবস্থা দেখে নেন বরং সাহায্যও করেন, যেমন হযরত শায়খ নাজমুদ্দিন কুবরা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের মুরীদের অন্তিম মুহূর্তে শয়তান থেকে বাঁচিয়ে নিলেন। তাছাড়া এটাও জানতে পারলাম যে,

www.dawateislami.net

দুনিয়ায় কোন নেক ও পরিপূর্ণ শরীয়াতের অনুসারী পীরের হাতে হাত দেয়া অর্থাৎ তাঁর মুরীদ হয়ে যাওয়া, ঈমান হিফাযতের জন্য উপকারী। কাউকে পীর এজন্যই বানানো হয় যে, আখিরাতের আমলে বৃদ্ধি ঘটে, তাঁর পথপ্রদর্শন ও বাতেনি দৃষ্টির বরকতে মুরীদ, **আল্লাহ্ তাআলা** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্টি মুলক কাজ থেকে বেঁচে রেজায়ে রাব্বুল আনামের (**আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টি অর্জন করার নিমিত্তে) মাদানী কাজ অনুযায়ী নিজের দিন রাত অতিবাহিত করতে পারে। কিন্তু আফসোস! বর্তমান যুগে অধিকাংশ লোক পীর মুরীদের মতো গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদাকে দুনিয়া অর্জনের উপায় বানিয়ে রেখেছে। অসংখ্য মন্দ আকীদা এবং পথভ্রষ্ট লোকও তাসাউফের প্রকাশ্য পোষাক জড়িয়ে লোকদের দ্বীন ও ঈমান নষ্ট করে দিচ্ছে। কামিল পীরের শর্তবলী, গুনাবলী এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব **"আদাবে মুর্শিদে কামিল"** এর অধ্যয়ন করুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ প্রয়োজনীয় জ্ঞানের পাশাপাশি কামিল মুর্শিদের হাতে বাইয়াত গ্রহনের মনমানসিকতা সৃষ্টি হবে। যদি বাইয়াত হয়ে থাকেন তবে এই জ্ঞানও অর্জিত হবে যে, একজন মুরীদের উপর পীরের কি কি হক রয়েছে? যদি আপনি এখনো কোন পীর সাহেবের নিকট মুরীদ না হয়ে থাকেন, তবে চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নাই, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ বর্তমান যুগে কামিল মুর্শিদের এক উদাহরণ হচ্ছে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه। আপনিও তাঁর মুরীদ হতে পারেন, যাঁর তাকওয়া ও পরহেজগারীর বরকত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের আদলে আমাদের সামনে স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। তাঁর বিলায়তের দৃষ্টি এবং প্রজ্ঞামুলক মাদানী প্রশিক্ষণ দুনিয়া জুড়ে লাখো মুসলমান বিশেষ করে যুবকদের জীবনে মাদানী পরিবর্তন সাধিত করেছে। কতো যে বেনামাযী তাঁর ফয়েযে নামাযী হয়েছে। মা-বাবার অবাধ্যতা কারী বাআদব হয়ে গেছে, গান বাজনা শ্রবনকারী ইশকে রাসূলে ডুবে নাত শ্রবণকারী হয়ে গেছে, মাদানী মুযাকারা এবং সুন্নাতে ভরা বয়ান শ্রবণকারী হয়ে গেছে, সিনেমার গান গুনগুনকারী নাতে মুস্তফা পাঠকারী হয়ে গেছে, সম্পদের ভালবাসা পোষনকারীর আখিরাতের চিন্তা নসীব হয়ে গেছে।

www.dawateislami.net

বিনোদনের জন্য বিভিন্ন স্থানে গিয়ে নিজের সময়কে নষ্টকারী সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহনকারী হয়ে গেছে। সুতরাং আপনিও শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ফয়য অর্জন, নিজের জীবনের লক্ষ্যকে সফল করার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান।

তু আ বে নামাযী, হে দেতা নামাযী, খোদা কে করম সে বনা মাদানী মাহোল।
গড় আয়ে শরাবী মিটে হার খারাবী, ছড়ায়েগা এয়সা নাশা মাদানী মাহোল।
আগড় চোর ডাকু ভি আ'জায়েগে তু, সুধর জায়েঁঙ্গে গড় মিলা মাদানী মাহোল।
গুনাহগার আও, সীয়া কারো আও, গুনাহো কো দেগা ছুড়া মাদানী মাহোল।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৪৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

১২টি মাদানী কাজের একটি হচ্ছে; "মাদানী কাফেলা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের অন্তরে ঈমান হিফাযতের চেতনা সৃষ্টি করার জন্যে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন এবং যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজে অধিকহারে অংশগ্রহন করুন। যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে মাসিক একটি কাজ হলো "মাদানী কাফেলা"। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধিনে সফরকারী সুন্নাতের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলার বরকতে এই পর্যন্ত অসংখ্য লোকের জীবনে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং এখনো অনেক মাদানী বাহার শুনা যায়, মাদানী কাফেলা সাধারণত মসজিদেই অবস্থান করে থাকে, সুতরাং অসংখ্য মসজিদও এই মাদানী কাফেলারই বদৌলতে আবাদ হয়েছে আর মসজিদ আবাদ করারই বা কেমন শান! হাদীসে পাকে রয়েছে: যখন কোন বান্দা যিকির ও নামাযের জন্য মসজিদকে ঠিকানা বানিয়ে নেয়, তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তার উপর এমনভাবে সন্তুষ্ট হন যে, যেমন লোকেরা তাদের হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তিকে তাদের নিকট আগমনে খুশি হয়।

(ইবনে মাযাহ, কিতাবুল মাসাজিদ ওয়াল জামাআত, ১/৪৩৮, নম্বর-৮০০)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা অরাজনৈতিক মসজিদ ভরো সংগঠন এই অঙ্গিকার ব্যক্ত করে যে, যেকোন ভাবে উম্মতের বাচ্চা বাচ্চা নামাযী হয়ে যাক, মসজিদের উজ্জলতা ফিরে আসুক। শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রত্যেক মুসলমানকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায প্রথম সারিতে তাকবীরে উলা সহকারে আদায় করা এবং মসজিদ আবাদ রাখার জন্যে একটি মাদানী ইনআমও দান করেছেন যে, "আপনি কি আজ পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে মসজিদের ১ম সারিতে, ১ম তাকবীরের সাথে আদায় করেছেন? প্রতিবার যে কোন একজন ইসলামী ভাইকে আপনার সাথে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন কি?"

খুদ্দামুল মাসাজিদ মজলিশ

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **আল্লাহ্ তাআলা**র ইবাদত এবং মসজিদকে এমনভাবে ভালবাসেন যে, তিনি **আল্লাহ্ তাআলা**র ঘর অর্থাৎ মসজিদ বানানো এবং তা আবাদ করার জন্যে "খুদ্দামুল মাসাজিদ" নামে বিভাগ বানিয়েছেন, যার কাজ শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর স্বপ্নের বাস্তবায়ন যে, "আহ! আমাদের মসজিদ আবাদ হয়ে যাক, এর উজ্জলতা ফিরে আসুক এবং যে সৃষ্টি নফস ও শয়তানের কারণে স্রষ্টা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তারা যেন নিকটবর্তী হয়ে যায়। "খুদ্দামুল মাসাজিদ" মজলিশ পুরোনো মসজিদকে আবাদ করার চেষ্টার পাশাপাশি নতুন মসজিদ নির্মানেও সর্বদা চেষ্টায় থাকে, এই কারণেই শুধু বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে নয় বরং দুনিয়া জুড়ে মসজিদ নির্মান এবং তা আবাদ করার ধারাবাহিকতা সর্বদা অব্যাহত থাকে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ মসজিদ আবাদ করা, মানুষকে নামাযী বানানো, গুনাহ থেকে বাঁচানো এবং সালাত ও সুন্নাতের রাস্তায় চালানোর চেষ্টা করে থাকে, এই মাদানী পরিবেশের বরকতে কিরূপ বিগড়ে যাওয়া লোক সংশোধন হয়ে গেছে তার একটি ঝলক এই মাদানী বাহারে লক্ষ্য করুন;

www.dawateislami.net

নিউ ইয়ার নাইট উদযাপন করা থেকে বিরত

গুজরাঁওয়ালা (পাঞ্জাব, পাকিস্তান) এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা কিছুটা এরকম যে, আমি স্বচ্ছল এক পরিবারের সন্তান, নামায আদায় করতাম না কুরআন বরং মদ্যপান ও জুয়ার আগ্রহী ছিলাম, এমনকি নিজের জমিন বিক্রি করে করে জুয়া খেলতাম। স্ত্রী সন্তানদেরও বিরক্ত করতাম। আমার আচরণের কারণে আমার পরিবারও খুবই চিন্তিত ছিলো। সে সর্বদা আমাকে মন্দ কাজ করা থেকে বাধা দিত কিন্তু আমি মানতাম না। একবার আমি আমার ঘরে নিউ ইয়ার নাইট **(New Year Night)** উদযাপনের প্রোগ্রাম বানালাম, মদ্যপান এবং অপকর্ম করার সকল সরঞ্জাম একত্র করলাম, ৩১শে ডিসেম্বর আমার সব মন্দ সাথীরা আমার ঘরে জমা হয়ে গেলো। রাত প্রায় ১০টার দিকে আমি ঘরে এলাম, ১২টায় আবার চলে যাবো। ঘরে পৌঁছে আমি টিভি চালু করলাম এবং চ্যানেল পরিবর্তন করতে করতে মাদানী চ্যানেল আমার সামনে এসে গেলো, যাতে এক বুযুর্গ ব্যক্তি (অর্থাৎ- আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه) নিউ ইয়ার নাইট **(New Year Night)** উদযাপনকারীদের বুঝাচ্ছিলেন, তাঁর বুঝানোর ধরণ এমনই সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক ছিলো যে, আমি সেই বয়ান শুনতে শুরু করলাম, এই বয়ানে আমি অনেক কিছু জানতে পারলাম এবং উপলব্ধি করলাম যে আমি কি করতে যাচ্ছি, আমি খোদাভীতিতে কান্না করতে লাগলাম এবং অবশেষে নিউ ইয়ার নাইটে **(New Year Night)** অশ্লীলতা করা এবং অন্যান্য গুনাহ থেকে তাওবা করলাম। অন্যদিকে আমার বন্ধুরা আমার অপেক্ষায় ছিলো, যখন আমি গেলাম না তখন তারা আমাকে ফোন করতে রইলো, কিন্তু আমি আমার মোবাইল বন্ধ করে দিলাম এবং ঘুমিয়ে গেলাম। পরিবর্তীত সকালে আমার নতুন জীবনের সূচনা হলো, আমি মন্দকাজ এবং মন্দ সঙ্গ ছেড়ে দিলাম, মোবাইল নম্বরও পরিবর্তন করলাম যেন মন্দ বন্ধুদের থেকে নিস্কৃতি পেতে পারি, কাদেরী আত্তারী সিলসিলায় বাইয়াত গ্রহন করে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মুরীদও হয়ে গেলাম। প্রথমে ৩দিনের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসুলের সাথে সফর করলাম।

www.dawateislami.net

অতঃপর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে হওয়া পুরো রমযান মাসের সম্মিলিত ইতিকাফে বসে গেলাম। দাঁড়ি বৃদ্ধি করলাম, মাদরাসাতুল মদীনায় (প্রাপ্ত বয়স্ক) পড়া শুরু করলাম। এসব কিছুই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ফয়যান, নয়তো জানি না আমি এখন কোন অবস্থায় থাকতাম!

বানায়া মুজ কো আপনা হে তেরা ইহসান হে মুর্শিদ,
মিলা মুঝ কো ইয়ে রুতবা হে তেরা ইহসান হে মুর্শিদ।
তেরী নিসবত নে মুঝকো কর দিয়া হে কিয়া সে কিয়া মুর্শিদ,
রাখা কিয়া মুঝ মে ওরনা হে তেরা ইহসান হে মুর্শিদ।
ভটকতা পেরতা রাহা দেহশতে ইসইয়াঁ মে ইয়ু নেহী বেকস,
দিখায়া তু নে রাস্তা হে তেরা ইহসান হে মুর্শিদ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই সুযোগ হয় তবে **আল্লাহ্ তাআলা**র নেক বান্দাদের দরবার থেকে ফয়েয পেতে তাঁদের সংস্পর্শে বসা উচিৎ এবং অন্যান্য ভাল ভাল নিয়্যতের পাশাপাশি অন্তরে এই আশা রাখুন যে, আমি তাঁর থেকে দ্বীনি এবং পরকালীন উপকারীতা অর্জনের জন্য সঙ্গ গ্রহন করছি। **আল্লাহ্ তাআলা**র নেক বান্দাদের সঙ্গ গ্রহন করার একটি উপকারীতা এটাও যে, তাঁদের চরিত্র ও আচরণ এবং উত্তম আমল দেখে নিজেকেও গুনাহ থেকে বাঁচানোর এবং নেককাজ করার তৌফিক অর্জিত হয়ে যায়, অন্তরের কঠোরতা দূর হয়ে যায়, কোমলতা ও নম্রতা সৃষ্টি হয়, ঈমানের উপর মৃত্যু এবং কবর ও হাশরের ভয়ঙ্কর বিষয়ের চিন্তা নসীব হয়। কিন্তু যখনই এই সৌভাগ্য নসীব হয় তবে কোন দুনিয়াবী লালসায় কখনো যাবেন না, বরং দ্বীনি উপকারীতা অর্জন করার নিয়্যতে যাওয়া উচিৎ।

মনোভাব জেনে গেলেন

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **"ফয়যানে সুন্নাত"** ১ম খন্ডের ৩৩৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করেন: হুযুর দাতা গাঞ্জে বখ্শ হযরত সায়্যিদুনা আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমরা তিন বন্ধু হযরত সায়্যিদুনা শায়খ ইবনে মাআ'লা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যিয়ারত করার জন্য "রামলা" নামক গ্রামের দিকে চলছি।

www.dawateislami.net

রাস্তায় এটা ঠিক করলাম, আমাদের প্রত্যেকে কোন না কোন আশা নিজের মনে রেখে নিই। আমি এ আশা মনে রাখলাম, আমার হযরত সায়্যিদুনা শায়খ ইবনে আলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কাছ থেকে হুসাইন বিন মনছুর হাল্লাজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মুনাজাত ও কবিতা প্রয়োজন। অন্যজন এ আশা নির্ধারণ করল, আমি যেন প্লীহা রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করি। তৃতীয়জন বলল: আমার ইচ্ছা বর্ফী খাওয়া। যখন আমরা তার সামনে হাযির হলাম তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হযরত সায়্যিদুনা হুসাইন বিন মানসুর হাল্লাজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কবিতা ও মুনাজাত লিখিয়ে আমার জন্য তৈরী করে রাখলেন, তা আমাকে প্রদান করলেন। অন্য দরবেশের পেটের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন, তাঁর প্লীহার কষ্ট দূরীভূত হয়ে গেলো। তৃতীয়জনকে বললেন: বর্ফী হলো রাজ দরবারের খাবার কিন্তু আপনি সূফীদের পোষাক পরে আছেন! দুটো থেকে একটি অবলম্বন করুন। (অর্থাৎ বর্ফী খেলে সুফী পোষাক বাদ দিন, আর না হয় বর্ফী খাওয়ার আশা বাদ দিন।) (কাশফুল মাহজুব, ৩৮৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! **আল্লাহ্ তাআলার** দানক্রমে আউলিয়াউল্লাহ্ লোকদের মনে অবস্থা জেনে নেন, তাইতো হযরত সায়্যিদুনা শায়খ ইবনে মাআ'লা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ জিজ্ঞাসা না করেই হুযুর দাতা গাঞ্জে বখ্শ হযরত সায়্যিদুনা আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এবং তাঁর বন্ধুদের মনের আশা সম্পর্কে বলে দিলেন এবং দুজনের মনের আশা পূরণ করে দিয়ে তৃতীয় জনকে সংশোধনের মাদানী ফুল প্রদান করলেন। জানতে পারলাম যে, যখনই **আল্লাহ্ তাআলার** ওলীদের দরবারে উপস্থিত হবো তখন মনকে সামলিয়ে রাখা চাই এবং জীবনভর এই আউলিয়ায়ে কিরামদের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত রাখা উচিৎ, এমন যেন না হয় যে, কিছু তাঁর সংস্পর্শে থেকে তাঁর থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহন করে তাঁকেই নগন্য মনে করবে, যদি কেউ এমন করে বা অন্তরেও এমন ভাবে তবে এই আউলিয়ায়ে কিরামের ফয়যান থেকে বঞ্চিত হওয়ার পাশাপাশি কঠিন ক্ষতির সম্মুখীনও হতে হয়।

www.dawateislami.net

মুর্শিদের প্রতি অবিশ্বাসের কারণে চেহারা কালো হয়ে গেলো

হযরত সায়্যিদুনা জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর এক মুরীদ কিছুটা অবিশ্বাসী হয়ে গেলো এবং মনে করল যে, তারও মারেফাতের মর্যাদা অর্জিত হয়ে গেছে, এখন তার মুর্শিদের প্রয়োজন নাই। সুতরাং সে চুপচাপ হযরত সায়্যিদুনা জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দরবার থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে গেলো। অতঃপর একদিন সে দেখতে এবং পরীক্ষা করতে এলো যে, হযরত সায়্যিদুনা জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কি তার মনের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত কি না? এদিকে হযরত সায়্যিদুনা জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِও নূরানী অর্ন্তদৃষ্টি দ্বারা তার অবস্থা দেখে নিলেন। সুতরাং যখন সেই মুরীদ আসলো এবং হযরত সায়্যিদুনা জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলো, যার উত্তর এভাবে দিলেন: "কেমন উত্তর চাও, শাব্দিক না পারিভাষিক? বললো: দুটোই। তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: যদি শাব্দিক উত্তর চাও তবে শুন! যদি আমাকে পরীক্ষার করার পূর্বে নিজেকেই পরীক্ষা এবং পরখ নিতে তবে আমাকে পরীক্ষা করার প্রয়োজন হতো না এবং না তুমি এখানে আমাকে পরীক্ষা করতে আসতে। পারিভাষিক উত্তর হচ্ছে যে, আমি তোমাকে বিলায়তের মর্যাদা থেকে উৎখাত করলাম।" এটা বলার পরপরই সেই মুরীদের চেহারা কালো হয়ে গেলো। সে কান্নাকাটি করতে করতে আরয করলো: হুযুর বিশ্বাসের প্রশান্তি আমার অন্তর থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। অতঃপর তাওবা করলো এবং অযথা কথাবার্তার প্রতিও দুঃখ প্রকাশ করলো, তখন হযরত সায়্যিদুনা জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: তুমি জাননা যে, **আল্লাহ্ তাআলার** ওলী, **আল্লাহ্ তাআলার** গোপন রহস্যের প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকে, তাঁদের আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা তোমার নেই। (কাশফুল মাহযুব, ১৩৭ পৃষ্ঠা)

আমাদেরও উচিৎ যে, কোন ওলীকে কখনোই পরীক্ষা না করা, কোন ওলীর প্রতি অবিশ্বাসী না হওয়া এবং অন্তরে কোন ওলী **আল্লাহর** প্রতি শত্রুতা পোষণ না করা, **সরদারে আউলিয়া ও আম্বিয়া, হাবীবে কিবরীয়া** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَنْ عَادٰى لِى وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ" অর্থাৎ "যে আমার কোন ওলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করে, আমি তার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম।"

(বুখারী, কিতাবুর রিকাক, ৪/২৪৮, হাদীস নং- ৬৫০২)

www.dawateislami.net

আল্লাহ্‌ তাআলা আমাদের অন্তরে সারা জীবন আউলিয়ায়ে কিরামের আদব ও সম্মান অব্যাহত রাখুক এবং তাঁদের শানে বেআদবী পোষণকারীদের মন্দ সঙ্গ থেকে নিরাপদ রাখুক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

মাহফুয সদা রাখনা শাহা বে আদবোঁ সে,
অউর মুঝ সে ভি সরযদ না কাভী বে আদবী হো।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩১৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্‌ তাআলার নেক বান্দার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করা, তাঁদের শানে বেআদবী করা, তাঁদের বিভিন্নভাবে কষ্ট দেয়া, তাঁদের ধন ও সম্পদ দখল করে তাঁদের কষ্ট দেয়া, নিছক অজ্ঞতা এবং দুনিয়া ও আখিরাওতের ধ্বংসের কারণ। সেই পবিত্র স্বত্তাদের শান ও মহত্ব এমনই মহৎ ও উন্নত যে, যদি কোন বিষয়ে সব লোক তাঁদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে একত্রিত হয়ে যায়, কিন্তু **আল্লাহ্‌ তাআলা** তাঁদের সত্যবাদীতা এবং আমানতদারীর সাক্ষ্য দেয়ার জন্য অবশ্যই কোন না কোন উপায় বের করে দেন, যাতে তাঁদের শান ও মহত্ব এবং সম্মান ও প্রসিদ্ধি মানুষের অন্তরে আরো বেশি পরিমানে জেগে উঠে।

মাটি সাক্ষ্য দিলো

এক ব্যক্তি শহরের বিচারকের আদালতে হযরত বাবা ফরিদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জে শকর رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর জমির উপর অবৈধ ভাবে মালিকানা দাবী করে বসলো, সুতরাং বিচারক তাঁর নিকট বার্তা প্রেরণ করলেন যে, জমি মালিকানার প্রমাণ উপস্থাপন করুন, তিনি رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বললেন: মানুষের নিকট জিজ্ঞাসা করুন যে, এই জমিটি কার? বিচারক এই উত্তরে সন্তুষ্ট হলো না এবং প্রমাণ উপস্থাপন করার আহবান করেন। হযরত বাবা ফরিদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জে শকর رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বললেন: আমার নিকট লিখিত কোন প্রমাণ নাই, কোন সাক্ষীও নাই, যদি যাচাই করার প্রয়োজন হয় তবে জমির এই অংশ থেকে জিজ্ঞাসা করুন। বিচারক এই উত্তর শুনে খুবই আশ্চার্য হলো, সুতরাং সেই নির্দিষ্ট অংশে গেলো, এমনকি সেখানে অনেক লোক জড়ো হয়ে গেলো।

বিচারক জমিনকে জিজ্ঞাসা করলো: হে জমিন! বলো তোমার মালিক কে? জমিন উচ্চ স্বরে বললো: আমি বহুদিন ধরে হযরত বাবা ফরিদ গঞ্জে শকর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মালিকানায় রয়েছি। এই কথা শুনে বিচারক এবং সকল উপস্থিতি আশ্চার্য হয়ে গেলো। **(সীয়রিল আকতাব অনুদিত, ১৯৪ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে জানতে পারলাম যে, **আল্লাহ্ওয়ালা**রা জমিনের উপরও প্রাধান্য রাখে এবং প্রয়োজনে জমিনকে আদেশ করে নিজের পক্ষে সাক্ষী বানিয়ে নেয়, তাছাড়া এই মাদানী ফুলও শিখলাম যে, কখনো কারো সম্পদ ও সম্পত্তি জবরদখল না করা চাই। **আল্লাহ্ তাআলা** পারা ২ সূরা বাকারার ১৮৮ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَلَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং পরস্পরের মধ্যে একে অপরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই আয়াতে মোবারাকায় নাজায়িয পদ্ধতীতে কারো সম্পদ আত্মসাৎ করাকে হারাম ঘোষনা করে দেয়া হয়েছে। এর বিভিন্ন প্রকার রয়েছে: কারো সম্পদ দখল করে নেয়া, কারো সম্পদ লুঠ করে নেয়া, খেল তামাশার কারণে অন্যের সম্পদ নিয়ে নেয়া, যেমন জুয়ার মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করা, বা গায়ক গান গেয়ে তার পারিশ্রমিক নেয়া, ঘুষ নেয়া, অন্যের সম্পদে খেয়ানত করা, এই আয়াত এই সকল কাজকেই অন্তর্ভূক্ত করে।

(তাফসীরে বাগভী, পারা ২, সূরা বাকারা, ১৮৮ নং আয়াতের পাদটিকা, ১/১১৪)

আফসোস! শত কোটি আফসোস!! আজকাল মুসলমান নিজের শেষ পরিনতি সম্পর্কে নির্ভয় হয়ে অত্যাচার ও নিপীড়ন করছে, ধমক দিয়ে মানুষের কাছ থেকে টাকা আদায় করছে, তাদের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করছে, চুরি, ডাকাতী, রাহাজানি এবং খুন ও হত্যাকান্ডের ন্যায় গুনাহে লিপ্ত হয়ে জানি না কেমন কেমন ভাবে মুসলমানদের হককে ধ্বংস করছে। মনে রাখবেন! অত্যাচারের পরিনাম অনেক ভয়াবহ এবং ভয়ঙ্কর, অত্যাচারী ব্যক্তি পরকালে তো আযাবে শিকার হবেই,

www.dawateislami.net

কিন্তু এটাও দেখা গেছে যে, এমন ব্যক্তি দুনিয়ায়ও অনেক যন্ত্রণাদায়ক অবস্থায় পতিত হয়। হযরত আবু মুসা আশআরী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয় **আল্লাহ্ তাআলা** অত্যাচারীকে অবকাশ দেন, এমনকি যখন তাকে নিজের আয়ত্বে নেয়া হয় তখন আর ছাড়া হয় না। এরূপ ইরশাদ করার পর **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পারা **১২** সূরা হুদ এর **১০২** নং আয়াত তিলাওয়াত করলেন:

وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَاۤ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِیَ ظَالِمَةٌ ؕ اِنَّ اَخْذَهٗۤ اَلِیْمٌ شَدِیْدٌ ﴿۱۰۲﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং অনুরূপই তোমার রবের পাকড়াও, যখন বস্তিগুলোকে পাকড়াও করেন তাদের যুল্মের কারণে। নিশ্চয় তার পাকড়াও বেদনাদায়ক, কঠিন।

(সহীহ বুখারী, ৩/২৪৭, হাদীস নং-৪৬৮৬)

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে মুসলমানদের সাথে উত্তম আচরণ করার এবং তাদের সাথে কোন প্রকারের অত্যাচার ও নিপীড়ন করা থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুক। اٰمِیْن بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

আউলিয়ায়ে কিরাম ওফাতের পরও উপকার সাধন করেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলার পছন্দনীয় বান্দা যখন তাঁর আহকামের উপর আমল করার মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করে নেয় তখন রাব্বে যুলজালাল নিজের কুদরত ও উৎকর্ষ দ্বারা দুনিয়ায় তো তাঁদের অতুলনীয় উন্নতি ও উৎকর্ষতা দান করেন বরং এই ব্যক্তিরা ওফাতের পরও মানুষের দুঃখ ও কষ্ট দূর করার অতুলনীয় ক্ষমতা রাখেন। আউলিয়ায়ে কিরামগণের যেই ক্ষমতা বাহ্যিক জীবনে অর্জন করেন, তা দুনিয়া হতে প্রকাশ্য পর্দা করার পরও শুধু বাকী থাকে না বরং এতে আরো বৃদ্ধি পায়। কেননা, আউলিয়ায়ে কিরামগণ رَحِمَہُمُ اللّٰہُ تَعَالٰی **আল্লাহ্ তাআলা**র দয়ায় মাযারে শুধু জীবিত নয় বরং যিয়ারতকারীদের হিদায়ত ও সাহায্যও করে থাকেন।

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ইসমাইল হক্কী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আম্বিয়া, আউলিয়া এবং শহীদদের শরীর কবরে পরিবর্তনও হয় না আর দূর্গন্ধময়ও হয়না। কেননা, **আল্লাহ্ তাআলা** এদের শরীরকে এরূপ ক্রটি যা মাংসকে পঁচে গলে নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে নিরাপদ রেখেছেন।

(তাফসীরে রূহুল বয়ান, পারা ১০, আত তাওবা, ১৪ নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/৪৩৯)

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যাঁদের নিকট থেকে জীবিতবস্থায় সাহায্য চাওয়া যায়, তাঁদের সবার নিকট থেকে ওফাতের পরও সাহায্য চাওয়া যায়। এমনিভাবে মাশায়িকে ইজামগণ كَثَّرَهُمُ اللهُ تَعَالٰى বলেন: এমন চারজন বুযুর্গ রয়েছে যারা এমনিভাবে বন্টন করেন যেমনিভাবে নিজের জীবনে বন্টন করতেন (তারা ওফাতের পরও জীবিতাবস্থার) তুলনায় অনেকগুণ বেশি বন্টন করেন: হযরত সায়্যিদুনা মা'রূফ কারখী, হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمَا এবং এছাড়াও (হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আকিল মুনজিবী এবং হযরত সায়্যিদুনা শায়খ হায়া বিন কায়স হাররানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمَا) প্রমূখ।

(বাহজাতুল আসরার, ১২৪ পৃষ্ঠা, লুমআতুত তানকিহ, কিতাবুল জানায়িজ, ৪/২১৫, ৮ম অধ্যায়ের অধীনে)

আসুন! এপ্রসঙ্গে এমন দু'টি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি যাতে আউলিয়ায়ে কিরামগণ ওফাতের পরও নিজের মাযারের যিয়ারতকারীদের চাহিদা পূরণ করেন।

ওফাতের পরও চাহিদা পূরণ

হযরত শায়খ ওমর ফারোসী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমার অনেকবার ইমাম রেফায়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর পবিত্র মাযারে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য নসীব হয়েছে, একবার তো এমনও হয়েছে যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কবর মোবারক থেকে উচ্চ আওয়াজে আমার একটি চাহিদা সম্পর্কে বললেন: তোমার চাওয়া পূরণ করে দেয়া হয়েছে। **(জামেউ কারামাতিল আউলিয়া, ১/৪৯১)**

www.dawateislami.net

ঋণ মাফ হয়ে গেলো

হযরত সায়্যিদুনা হামিদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: একবার আমার উপর ঋণ ছিলো, এই পেরেশানি অবস্থায় আমি হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন জাফর হুসাইনী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মাযার শরীফে উপস্থিত হলাম এবং সেখানে বসে কিছুক্ষণ কুরআনে পাকের তিলাওয়াত করলাম আর কাঁদতে লাগলাম, একজন যিয়ারতকারী আমার কান্না শুনলো এবং আমাকে কিছু স্বর্ণ দিলো আর বলল: সাহিবে মাযারের খাতিরে এই স্বর্ণগুলো নিন। আমি সেই স্বর্ণগুলো নিলাম এবং চলে এলাম, এখনো কয়েক কদম আসলাম, এমতাবস্থায় আমার ঋণদাতা এসে গেলো, আমাকে দেখে মুচকি হাসলো এভং বললো: এই স্বর্ণ সেই যিয়ারতকারীকে ফিরিয়ে দাও কেননা আমি প্রতিদান ও সাওয়াবের তার চেয়ে বেশি হকদার। আমি ঋণদাতাকে এরূপ ক্ষমা করার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম যে, আপনাকে আমার বিষয়ে কে বলেছে? সে বলতে লাগলো: আমি এই কবরের বুযুর্গকে স্বপ্নে দেখেছি, তিনি আমাকে বললেন যে, যদি তুমি হামিদীকে ক্ষমা করে দাও তবে আমি তোমাকে জান্নাতে মহল নিয়ে দিবো, অতঃপর সে আমাকে শুধু ঋণ মাফ করেনি বরং আমাকে আরো ছয় দিরহামও দিলেন। (জামেয়ে কারামতে আউলিয়া, যিকরে মুহাম্মদ বিন জাফর আল হুসাইনী, ১/১৭২)

আল্লাহ্ গণী! শানে ওলী! রাজ দিলোঁ পর,
দুনিয়া সে চলে জায়ে হুকুমত নেহি জাতি। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৮২ পৃষ্ঠা)

মাযারের হাজেরী বরকতের কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আউলিয়ায়ে কিরামের মাযারে উপস্থিতির বরকতে দোয়া কবুল হয়ে, বিপদাপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং বিশেষকরে এই কারনেই আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى মাযারে উপস্থিত হওয়াতো আমাদের পূর্ববর্তীদের পদ্ধতী। সুতরাং হযরত সায়্যিদুনা দাতা গাঞ্জে বখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: একবার আমি এক দ্বীনি সমস্যার সম্মুখিন হলাম, আমি এর সমাধান করার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু সফল হইনি, এর পূর্বেও আমি এরূপ সমস্যায় পড়েছিলাম, তখন আমি হযরত শায়খ বায়েজিদ বোস্তামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মাযার শরীফে হাজির হই এবং সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহইয়া বিন সুলাইমান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমার একটি চাহিদা ছিলো এবং আমি অনেক অভাবেও ছিলাম। আমি হযরত মা'রূফ কারখী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নুরানী কবরে উপস্থিত হলাম, অতঃপর নিজের অভাবের কথা বললাম। যখনই আমি সেখান থেকে ফিরে এলাম আমার অভাব পূরণ হয়ে গেলো। (আর রওযুল ফায়েক, ১৮৮ পৃষ্ঠা)

কয়েকটি রিসালা পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহে **হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতদের মধ্যে এমন এমন পবিত্র ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করেছেন, যাঁদের অনুসৃত আমল আমাদের জন্য পথ নির্দেশনা স্বরূপ। এই **আল্লাহ্ওয়ালা**দের চরিত্র ও তাঁদের জীবনি পড়া, পড়ানো, শুনা, শুনানো এবং তা নিজের মাঝে প্রতিফলিত করা মুসলমানদের দ্বীন ও দুনিয়া পরিশুদ্ধির উপায়। এই **আল্লাহ্ওয়ালা**রা জীবন কিভাবে অতিবাহিত করেছেন, তাঁদের তিন রাত কিভাবে অতিবাহিত হয়েছে, তাঁদের এক এক মুহূর্ত কিভাবে অতিবাহিত হয়েছে, এই বিষয়গুলোর উত্তর অন্তরের কানে শুনে অতঃপর নিজের সচরাচর আমলে পরিনত করতে পারলে নিঃসন্দেহে আমাদের চিন্তা ভাবনা দূর হতে পারে এবং দুঃখ কষ্টে ভরা দুনিয়া সত্যিকার আনন্দ ও আসল খুশিতে রূপন্তরিত হতে পারে।

অলীদের সরদার, হুযুরে গাউসে পাক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর জীবনি অধ্যয়ন করার জন্যে মাকতাবাতুল কর্তৃক প্রকাশিত কয়েকটি রিসালা **"জ্বিনদের বাদশা" "সাপের বেশে জ্বিন" "মুন্নার লাশ"** ইত্যাদি পাঠ করা অধিক উপকারী। এই রিসালা গুলোতে আপনি পাবেন গাউসে পাক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর শৈশবের অবস্থা ও ঘটনাবলী, আউলিয়ায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى জীবিত, এর পক্ষে কুরআন ও হাদীসের দলীল এবং তাঁর ক্ষমতা ও কারামত, মুর্শিদের হক ও আদব কি কি? এবং তাছাড়াও আরো অনেক কিছু শিখতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

♣ **আল্লাহ্ তাআলা**র ওলীগণ পেরেশান গ্রস্থদের অভাব পূরণ করার জন্যে মাটিকে সোনায় রূপান্তর করতে পারেন। ♣ **আল্লাহ্ তাআলা**র ওলীগণ, তাঁদের প্রদানকৃত ক্ষমতাবলে মৃতকে জীবিত করতে পারেন। ♣ **আল্লাহ্ তাআলা**র ওলীগণ পানির উপর সহজে চলাচল করতে পারেন এবং বাতাসেও ডানা ছাড়া উড়তে পারেন। ♣ **আল্লাহ্ তাআলা**র ওলীগণ এমনই মকবুল হন যে, তাঁদের দোয়া ফিরিয়ে দেয়া হয় না। ♣ **আল্লাহ্ তাআলা**র ওলীগণ যতই দুরে অবস্থান করুক না কেন, অন্তিম মুহূর্তে শয়তান থেকে নিজের মুরীদদের ঈমান বাঁচাতে পারে। ♣ **আল্লাহ্ তাআলা**র নেক নেক বান্দার দরবারে নিজের অন্তরকে সামলিয়ে রাখা উচিৎ। কেননা, এই নেক ব্যক্তিরা অন্তরের অবস্থাও জেনে নেন। ♣ **আল্লাহ্ তাআলা**র নেক বান্দাগণতো জীবিতাবস্থায় মানুষের উপকার করেই, ওফাতের পরও বিপদগ্রস্থদের সাহায্য করেন।

সুতরাং আমাদেরও **আল্লাহ্ তাআলা**র এই নেক বান্দাদের সম্পর্কে ভাল ধারণা রেখে তাঁদের আদব ও সম্মান করা উচিৎ, তাঁদের জীবনি অধ্যয়ন করে তাঁদের অনুসৃত পথে চলা উচিৎ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করারপূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" **(ইবনে আসাকির, ৯/৩৪৩)**

সীনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োসী মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

পানি পান করার ১৩টি মাদানী ফুল

দু'টি নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী:

(১) উটের ন্যায় এক নিঃশ্বাসে (পানি) পান করো না। বরং দুই বা তিনবার (নিঃশ্বাস নিয়ে) পান করো। আর পান করার পূর্বে بِسْمِ اللهِ পাঠ করো এবং পান শেষে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলো।" (সুনানে তিরমিযী, ৩/৩৫২, হাদীস নং-১৮৯২) (২) **নবীয়ে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাত্রে নিঃশ্বাস নিতে বা তাতে নিঃশ্বাস ফেলতে নিষেধ করেছেন।

(সুনানে আবু দাউদ, ৩/৪৭৪, হাদীস নং-৩৭২৮)

প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: "পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলা জীব জন্তুদের কাজ। তাছাড়া নিঃশ্বাস কখনো কখনো বিষাক্ত হয়। তাই নিতান্তই নিশ্বাস ফেলতে হয়, পাত্র থেকে মুখ সরিয়ে নিঃশ্বাস ফেলুন অর্থাৎ নিঃশ্বাস ফেলার সময় মুখ থেকে পানির পেয়ালাটি সরিয়ে নিন। গরম দুধ বা চা ফুঁক দিয়ে ঠান্ডা করবেন না। বরং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, ঠান্ডা হওয়ার পরই পান করুন। (মিরআত, ৬/৭৭) তবে দুরূদ শরীফ ইত্যাদি পাঠ করে শিফার নিয়্যতে পানিতে ফুঁক দিলে তাতে কোন অসুবিধা নেই।" (৩) পান করার পূর্বে بِسْمِ اللهِ পাঠ করে নিন। (৪) চুষে চুষে ছোট ছোট চুমুকে পান করুন। বড় বড় চুমুকে পান করলে যকৃতের **(LEAVER)** রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। (৫) পানি তিন নিঃশ্বাসে পান করুন। (৬) বসে এবং ডান হাতে পানি পান করুন। (৭) বদনা ইত্যাদি দ্বারা অযু করা হলে এর অবশিষ্ট পানি পান করা ৭০টি রোগ থেকে শিফা স্বরূপ। কেননা সেটা পবিত্র জমজমের পানির সাদৃশ্য রাখে। এই দুই প্রকার (অর্থাৎ অযুর বেঁচে যাওয়া পানি এবং জমজমের পানি) ব্যতীত অন্য কোন পানি দাঁড়িয়ে পান করা মাকরূহ। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৪/ ৫৭৫ ও ২১/৬৬৯) এ দুই প্রকারের পানি ক্বিবলামূখী হয়ে দাঁড়িয়ে পান করবেন। (৮) পান করার পূর্বে দেখে নিন পাত্রে ক্ষতিকর জিনিস ইত্যাদি আছে কিনা (ইত্তেহাফুস সাদাত লিয যুবাইদী, ৫/৫৯৪) (৯) পানীয় দ্রব্য পান করার পর اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলবেন। (১০) হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: بِسْمِ اللهِ পাঠ করে পান করা শুরু করবেন।

www.dawateislami.net

১ম নিঃশ্বাসের পর اَلْحَمْدُ لِلّٰه! দ্বিতীয় নিঃশ্বাসের পর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْن এবং তৃতীয় নিঃশ্বাসের পর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পাঠ করবেন। (ইহইয়াউল উলূম, ২/৮) (১১) গ্লাসে অবশিষ্ট মুসলমানের পরিস্কার পরিচ্ছন্ন উচ্ছিষ্ট পানি ব্যবহারের উপযোগী হওয়া সত্ত্বে তা অযথা ফেলে দিবেন না। (১২) বর্ণিত রয়েছে: سُؤْرُ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ অর্থাৎ মুসলমানের উচ্ছিষ্টে শিফা রয়েছে। (আল ফতোয়াল ফিকহিয়্যাতুল কুবরা লি ইবনে হাজর আল হায়তামী, ৪/১১৭। কাশফুল খিফা, ১/৩৮৪) (১৩) পানি পান করার কয়েক মুর্হুতে খালি গ্লাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে, গ্লাসের উপর থেকে বেয়ে কয়েক ফোঁটা পানি গ্লাসের তলায় জমা হয়ে যায়। তাও পান করে নিবেন।

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ

الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ

صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তাআলা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

www.dawateislami.net